মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার, *আলিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন,* মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, *ইমামদের সরকারি ভাতা,* মুসলিম মেয়েদের জন্য সাইকেল, *প্রায় সব মুসলমানদের ওবিসি সুবিধা প্রদান,* বেআইনি মদ পানে মুসলিম মৃতদের সরকারি অনুদান, *তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ন,* দেগঙ্গায় তিনদিন ধরে হিন্দু সম্পত্তি ধ্বংস, *ক্যানিংয়ের নলিয়াখালিতে হিন্দু গ্রাম জ্বালানো,* মুসলিম দুস্কৃতিকারীদের ছাড়, *হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ,* বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদী গণহত্যাকারীদের সমর্থনে কলকাতায় হাজার হাজার মুসলমানদের জমায়েত, *ইসলামি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ ও সরকারি মদত* - এবার

পশ্চিমবঙ্গে জামাত সাংসদ?

প্রকাশিত সংবাদের সংকলন

পশ্চিমবঙ্গের জন্য

Reclaiming West Bengal

November 2014

Most Confidential

To
The Superintendent of Police,
D.I.B., South 24-Parganas.
Ref: Canning PS Case No. 84 dtd 19.02.13 u/s 394/302/307/153A IPC & 25/27 Arms Act.

Sir,

In wake of the incident took place near Nalia Khali under Canning PS relating to above noted case, myself along with other officers were directed to report to Ghutiary sharif OP on 20.02.13 by 06.00 hrs. Accordingly, in compliance to the direction, myself along with Inspr. Bhaskar Das and Inspr. Bichitra Bikash Roy reported our arrival at Ghutiary sheriff on 20.02.13 at 06.15 hrs. As I was posted as OC, Ghutiary sheriff OP in the year 1994, I had organized some social and cultural activities then resulting good relation with some respected people of both the communities was grown up. During stay on that date i.e. on 20.02.13 there, I had been to Dhoaghata, Naliakhali and other places for Law & Order duty. I also exchanged some informations regarding ghastly incident of violence took place unabated in different places of Naliakhali village committed by a group of unruly Muslim people. Some fanatical zealots indulge and took active part to do such nefarious activities resulting more than 100 huts/ buildings were burnt down and their property were looted. In course of conversation, I collected some informations and circumstances compelled me to bring to your notice for your kind perusal and necessary action, if considered and approved.

2. Informations also collected that one Kutubuddin of Jibantala, Hasibur of Ghutiary shefiff, Alauddin of Dhoaghata and others took active parts for committing such incident. Some of them have got a very good interlinked tike spidersnet with one **AHAMED HOSSAIN IMRAN, former Genl. Secy. Of SIMI** (Students Islamic Movement of India), of Park Circus. This organization has been banned by the Govt. of India. However, he is at present also a member of S.I.O. (Students Islamic

Organisation). It is learnt that said Imran took very active part in sending huge unruly Muslim young people with bombs and other arms from Park Circus area who reached at Naliakhali in the morning and took active part of such violence resulting huge huts were burnt down and property looted.

3. Due to the instigation of said **Ahamed Hossain Imran,** huge muslim young people also had been there from different places i.e. Rajabazar, Metiabruz, Mograhat, Basanti and other places.

8. **Ahamed Hossain Imran** has since been collecting huge foreign money to reach their unreach by penetrating into many places of State and clandestinely ushered such sordid picture of gross violence.

This is for favour of your kind information.

Yours faithfully,
24/2/13
Inspector of Police,
DEB, South 24-Parganas.

দৈনিক স্টেটসম্যান ২১ জানুয়ারি ২০১৪ মঙ্গলবার

কেডি, ইমরানকে প্রার্থী করে কী বার্তা দিলেন মমতা?

কলম পত্রিকার সম্পাদক ইমরান নিষিদ্ধ মৌলবাদি সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। জামাত ইসলামি হিন্দের সঙ্গেও ইমরানের যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ। এহেন ইমরানকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা নিয়েও জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, এইসব বিতর্কিত মানুষদের প্রার্থী করে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দিতে চাইছেন?

বিশেষ সূত্রে খবর, ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সিমি-র প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সিমির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইমরান। এর আগে ইমরান মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ছিলেন বলেও জানা গেছে। সিমি ও সর্বভারতীয় জামাত ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনেও ইমরান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অভিযোগ। বিশেষ সূত্রে আরও জানা যায়, ১৯৮১ সালে ১৯ নম্বর দরগা রোড পার্ক সার্কাসে কলম নামে এক মাসিক পত্রিকা শুরু করেন ইমরান। তারপর ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ কলম সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯৯৮ সালে কলম চলে যায় ৪৫ নম্বর ইলিয়ট রোডে। অন্যদিকে ১৯ নম্বর দরগা রোডকে ব্যবহার করা হয় সিমির গেস্ট হাউস হিসাবে। আর সিমির সংগঠনিক কার্যকলাপ চলে ২৭বি, লেনিন সরণি থেকে। আরও অভিযোগ, সিমির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কেরও (আইডিবি)। এই ব্যাঙ্কের ভারতীয় শাখার

পূর্বাঞ্চলের একটি দায়িত্বেও ছিলেন ইমরান। এই ব্যাঙ্কের এমডি ছিলেন বাংলাদেশ জামাতের শীর্ষনেতা ঘোলাম আজমের ছেলে মামুল-আল-আজম। মামুল-আল-আজমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ইমরান ছিলেন বলে অভিযোগ। আইডিবি থেকে যে অর্থ ইমরান পেতেন সেই টাকা মুসলিম সমাজের কোনও উন্নয়নের কাজে লাগানো হয়নি বলেও বেশ কিছু মুসলীম সংগঠনের অভিযোগ। বাংলাদেশ জামাতের সঙ্গে ভারতের জামাতের যোগসূত্রেও ইমরানের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে এনডিএ সরকারের আমলে যখন সিমিকে নিষিদ্ধ করা হয় তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এহেন ইমরানকে মমতা কেন প্রার্থী করলেন সেটাই এখন ভাবিয়ে তুলেছে রাজনৈতিক মহলকে।

নয়া দিগন্ত, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
বাংলাদেশের সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের আশ্রয় দেবেন না
মমতার প্রতি শেখ সেলিম

বাংলাদেশের সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে অভিযোগ করে তাদের কোনোভাবেই সহযোগিতা না করা, অবিলম্বে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সিনিয়র সংসদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম।
সংসদে গতকাল সন্ধ্যায় পয়েন্ট অব অর্ডারে ফোর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর অভিযোগ সংবলিত একটি খবর উদ্ধৃত করে এ আহবান জানান তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে শেখ সেলিম এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন বৈঠকে সবাপতিত্ব করছিলেন।
শেখ ফজলুল করিম সেলিম পত্রিকায় প্রকাশিত একটি জনসভায় বিমান বসুর দেয়া বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, বিমান বসু বলেছেন, বাংলাদেশে সাতক্ষীরায় যখন জামায়াত সন্ত্রাসীদের ধরতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট সরকারি দলের এক সংসদ সদস্য হাসান আহমদ তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এই হাসান আহমদ হচ্ছেন বাংলাদেশের জামায়াত সমর্থিত পত্রিকা নয়া দিগন্তর একজন প্রতিনিধি। অভিযোগ অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক চমৎকার। সেই সম্পর্কের ব্যাপারে যদি ফাটল ধরানো হয় এবং কেউ যদি ধরাতে চেষ্টা করে সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
শেখ সেলিম বলেন, ভারত একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বাংলাদেশও একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ দিক দিয়ে আমাদের আদর্শগত মিল আছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর স্বাধীনতাবিরোধীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানি ভাবধারায় রাষ্ট্র পরিচালনা করে মানুষের কাছে ভারত বিদ্বেষী একটি মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য একতরফাভাবে তারা অপপ্রচার করেছিল। '৯৬ সালে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সাথে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গার পানি চুক্তির কথা উল্লেখ করেন।

জনস্বার্থ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শনিবার

নিষিদ্ধ সিমি ও জামাত ঘনিষ্ঠ তৃণমুল কংগ্রেসের ইমরান এবার রাজ্যসভায়

অনিশ্চয় রায়

১৯৭৭ সালে জঙ্গি ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা সিমি জন্ম নেয়, পরে ভারত সরকার তা নিষিদ্ধ করেছে। সেই সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দিরার জরুরি অবস্থা এবং সঞ্জয় গান্ধীর নাসবন্দি অভিযানের প্রেক্ষিতে তখন মৌলবাদী মুসলমান ছাত্রদের এই সংগঠন গড়ায় মদত দিয়েছিল পাকিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের কিছু দেশ। কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমেদ হাসান ইমরান সিমি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিমবাংলায় সিমি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বা 'আমির-ই-হলকা'। তিনি 'ইসলামিক মিল্লাত' এবং জেহাদ-এর সমর্থক, মিল্লি কাউন্সিল-এর অন্যতম কর্তা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মতে, ইমরানের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলির। কারও কারও মতে, তিনি 'পেইড ফরেন এজেন্ট'। এর স্বপক্ষে তঁদের কাছে যে প্রমাণ আছে, তা তাঁরা যথাযোগ্য জায়গাতেই দেবেন। তবে একজন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বলেছেন, 'ইমরান নিজেকে তেহরান রেডিও-র সংবাদদাতা বলে পরিচয় দিতেন। হেজবোল্লাহ-র ইমরানে তেহরান রেডিও কেন কলকাতার মতো কম গুরুত্বের জায়গায় প্রতিনিধি রাখবে, তার ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া, পিআইবি বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও এমন তথ্য ছিল না।'

চার বছর সিমির নেতৃত্ব দেওয়ার পর ১৯৮১ সালে ১৯ দরগা রোড ঠিকানা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'কলম'। বাংলায় নাম কলম হলেও তাঁর ইংরাজি বানানে লেখা হয় 'QALAM', যার একটি অর্থ রণধ্বনি। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হয় ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ, চলে আসে ৪৫ ইলিয়ট রোড ঠিকানায়। একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, সেই সময় দরগা রোডের বাড়িটি হয় সিমির কমিউন আর অফিস হয় লেনিন সরণির একটি বাড়ি। অসমের এআইডিইউএফ চেয়ারম্যান বদরুদ্দিন আজমলের ঘনিষ্ঠতার কারণে শুরুতেই কলমের প্রচার বেড়ে যায় অসমের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে। আলিগড়ের ছাত্র আহমেদ হাসান ইমরানের হঠাৎ একটি পত্রিকা প্রকাশ, তার বিপুল প্রসার, তাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের অর্থ লগ্নি - সবই রহস্যের। কেন, কারা লগ্নিকারী, তদন্ত হলেই তার প্রকাশ সম্ভব।

কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন 'জামাত-ই-ইসলামি'র সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগের কথা অজানা নয়। মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের দায়ে আসামী ঘোষিত জামাত নেতা লোগাম আজম, সেই দেশের সরকার যার মৃত্যুদন্ড চায়, তাঁর ছেলে মামুন আল-আজমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন ইমরান। মামুন ছিলেন বাংলাদেশের ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। একটি সূত্র জানাচ্ছে, মামুন কয়েকবার কলমের ইলিয়ট রোডের অফিসেও এসেছেন। তিনি ইমরানকে ইসলামিক ব্যাঙ্কের ভারতীয় শাখার পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই দায়িত্ব আসলে তাঁর মাধ্যমে এপার বাংলায় ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির হাতে অর্থের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখা। সেই কারণেই, মুসলিম সমাজের উন্নয়নের নামে আইডিবি-র দেওয়া টাকা সম্প্রদায়ের স্বার্থে বাবহৃত হয়নি, গিয়েছে জঙ্গিদের হাতে। জামাতের সঙ্গে এবাংলার যে যে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার মধ্যে ইমরান ছাড়াও আছেন কলমের সঙ্গে জড়িত জনৈক আলাউদ্দিন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নেতা কামারুজ্জামান।

এহেন ইমরানকে দেখা গিয়েছে, তসলিমা নাসরিনের লজ্জা বা উতল হাওয়া উপন্যাসের বিরুদ্ধে সামনের সারিতে থেকে প্রতিবাদে সরব হতে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তসলিমার বই নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়েছিলেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আদালতে মামলাও করেছিলেন। এবং, তসলিমাকে কলকাতাছাড়া করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যালঘু অংশের সমাজবিরোধীদের দিয়ে বাম সরকারের আমলে ঘটানো দাঙ্গা পরিস্থিতির পিছনেও তাঁর মদত ছিল বলে প্রকাশ। তসলিমার লেখা কাহিনি-নির্ভর ধারাবাহিক 'দুঃসহবাস' বন্ধ করার পিছনেও তাঁর বড় ভূমিকা রয়েছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন ছিল প্রকাশ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষতার শপথ নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার কিন্তু কলকাতায় শাহবাগের সমর্থনে কোনও মিছিল বা সমাবেশের অনুমতি দেয়নি। বাংলাদেশ দূতাবাসে সহমর্মিতা জানানোর জন্যও বুদ্ধিজীবীরা যেতে চাইলে, তাঁদের আটকানো হয়েছে। কিন্তু, কামারুজ্জামান-আলাউদ্দিনরা সাংবাদিক সম্মেলন করে এক গুচ্ছ মুসলিম সংগঠনের নামে যে মিছিল করেন, সেখান থেকে ঘোষণা করা হয় যে, 'বাংলাদেশের জামাত-এ-ইসলামি আমাদের ভ্রাতৃসম সংগঠন।' সেই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করার সুযোগ না দেওয়ায় সাংবাদিকরা ক্ষোভ জানানোয় প্রেস ক্লাবের ভেতরেই সাংবাদিকদের আক্রমণের চেষ্টাও হয়। এ সব সত্ত্বেও রাজ্য সরকার জামাতপন্থী ইমরান-কামারুজ্জামানদের সঙ্গেই থেকেছে। পাঠকদের মনে থাকবে যে, গ্রন্থাগারে কোন কোন পত্রিকা কেনা যাবে, তা নিয়ে লাইব্রেরি বিভাগ একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল, যা পরে বাতিল হয়ে গেছে। দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার আগেই কলম সেই তালিকায় স্থান পেয়েছিল। চিট ফান্ড কর্তা সুদীপ্ত সেনের মালিকানায় কলম চলে গেলেও দেখা গেল কলমের মালিকানা ইমরানেরই রয়ে গেল এবং দলীয় স্বার্থে অন্য একটি কলম পত্রিকা প্রকাশিত হল। সুদীপ্ত সেনের সংস্থা বিরাট ধাক্কা খেলেও ইমরানের কলম ফের আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে প্রকাশিত হল।

অভিযোগ, এখনও ইমরানের মাধ্যমেই বিএনপি-জামাতের হাত হয়ে টাকা ঢুকছে এ রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। সেই টাকা সাদা না কালো, তা জানেন গোয়েন্দা কর্তারা, কিন্তু তা নিয়ে মন্তব্য করার অনুমতি তাঁদের নেই। শেখ হাসিনা এবং মনমোহন-সোনিয়ে সরকার চাওয়া সত্ত্বেও তিস্তা চুক্তিতে সায় দেয়নি রাজ্য সরকার ও তার প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে দারুণ উল্লসিত বাংলাদেশের জামাত-বিএনপি। শোনা যাচ্ছে, এই জোট তাই তাদের লোককে সংসদে পাঠানোর অনুরোধ জানায়। সে জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সহায়তা দেবে, এমন কথাও হয়। ফলে, তৃণমূলও তাঁকে চতুর্থ প্রার্থী রেখে বিপুল অঙ্কের বাজেট নিয়েই বিধায়ক কেনাবেচায় নামে। ভোটের আগের দিন সন্ধ্যাতেই মুকুল রায় জানিয়ে দেন যে, ইমরানের জয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। কোন কোন ঘোড়া তৃণমূলের আস্তাবলে ঢুকছে, তাও প্রকাশ হয়ে যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা শুক্রবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নজরে সাংসদের মৌলবাদী যোগ / নবান্নেও এসেছে কেন্দ্রের সতর্কবার্তা

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের একাধিক মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তাদর মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। ঢাকার ভারতীয়

দূতাবাস থেকে পাঠানো রিপোর্টে এই অভিযোগের পাশাপাশি ভারতে নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া বা সিমি-র সঙ্গেও ইমরানের যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে সক্রিয় ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ নিয়েও বিদেশ মন্ত্রককে বিশেষ রিপোর্ট পাঠিয়েছে ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস।

ইমরান রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার ঠিক পরেই বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ সারন নায়াদিল্লিকে একটি 'ডশিয়ার' পাঠান। ঢাকা থেকে তৃণমূল সাংসদের এই মৌলবাদী যোগের খবর পাওয়ার পরে বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করেছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে কোনও সাংসদ সম্পর্কে এমন গুরুতর অভিযোগ আসেনি বলেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তা জানান, বিভিন্ন হাইকমিশন থেকে যে সব রিপোর্ট আসে, সরকার তা নিয়ে সতর্ক থাকে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে নবান্নের এক কর্তা বলেন, ''বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। ঢাকা দূতাবাস এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে। সরকারের শীর্ষ মহলও এ নিয়ে অবহিত।''

আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

ইমরান নিয়ে সতর্ক করেন রাজ্যের গোয়েন্দারাও

শুভাশিস ঘটক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট তো ছিলই, রাজ্য সরকারের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগও অভিযোগের আঙুল তুলেছিল আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোয়েন্দা পুলিশ জেলায় পুলিশ সুপারের মাধ্যমে ক্যানিং থানার নলিয়াখালিতে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় ইমরানের যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছিল স্বরাষ্ট্র দফতরকে। তার পরেও চলতি বছরের গোড়ায় ইমরানকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ফেব্রুয়ারির ভোটে বাম-কংগ্রেসের ভোট ভাঙিয়ে জেতেও যান ইমরান।

ইমরানের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তুলেছিল ডিআইবি? সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ২০১৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি ভোরে নলিয়াখালিতে মৌলানা রুহুল কুদ্দুস নামে এক নেতাকে গুলি করে খুন করা হয়। এর ঘন্টাখানেক পরেই এলাকায় মাইক বাজিয়ে উস্কানিমূলক প্রচার শুরু করে কয়েকশো যুবক। এই প্রচারের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন জীবনতলা থানা এলাকার তিন বাসিন্দা। এঁরা ইমরানের অনুগামী বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

তদন্তকারী অফিসার লিখেছেন, ''. . . এঁদের কারও কারও সঙ্গে পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা, সিমি-র (স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া) প্রক্তন সাধারণ সম্পাদক জনৈক আহমেদ হাসান ইমরানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। . . . ওই ব্যক্তি এখন এসআইও-র (স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন) সদস্য। জানা গিয়েছে, এই ইমরান পার্ক সার্কাস থেকে বিপুল সংখাক মুসলিক যুবককে বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র-সহ নলিয়াখালিতে পাঠানোর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই যুবকরা সেখানে বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, লুঠপাট চালায়।''

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নলিয়াখালিতে প্রায় ৩০০ বাড়ি ভাঙচুর করে বা আগুন লাগিয়ে লুঠপাট করা হয়েছিল। এবং শুধু পার্ক সার্কাস নয়। কলকাতার

রাজাবাজার-মেটিয়াবুরুজ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট-বাসন্তী এলাকা থেকেও বহু সশস্ত্র যুবককে সে দিন নলিয়াখালিতে পাঠিয়েছিলেন ইমরান।

গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেয়েছে, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে কয়েক জন সংখ্যালঘু নেতার সঙ্গে বৈঠক করে কী ভাবে সংঘর্ষ সংগঠিত করেছেন, তা বিস্তারিত জানান ইমরান। ভবিষ্যতে ওই এলাকায় কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হবে, সেই বিষয়ে পরিকল্পনার কথাও অন্য নেতাদের জানান তিনি।

গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য মিলেছে। তদন্তে নেমে ইমরানের চারটি মোবাইল নম্বরের হদিস পান গোয়েন্দারা। ওই চারটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইমরান ওই দিন সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধু ওই দিনের সংঘর্ষ সংগঠিত করাই নয়, ইমরান বিপুল পরিমাণ বিদেশি অর্থ নিয়ে এসে এ রাজ্যে মৌলবাদের প্রচারে কাজে লাগান। রাজ্যের বহু প্রত্যন্ত এলাকায় সংঘর্ষ সংগঠিত করার কাজেও এই অর্থ খরচ করা হয়।

এই রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ইমরানের সঙ্গে এ দিন যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি। এসএমএসের জবাবও দেননি তিনি।

নলিয়াখালিতে সংঘর্ষের পরে ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলা গোয়েন্দা দফতরের এক ইনস্পেক্টর ঘটনার সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারের কাছে জমা দেন। দু'এক দিনের মধ্যেই ওই রিপোর্টটি রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠানো হয়।

এই গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা কি তবে মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না? রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে যিনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার জন্য বারবার আবেদন করেন, তিনিই কী ভাবে এমন পুলিশ রিপোর্ট থাকা এক জনকে রাজ্যসভায় পাঠালেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্য পুলিশের এক কর্তা শুক্রবার জানান, ''ওই রিপোর্টে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের পাশাপাশি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও পাঠানো হয়েছিল।'' ফলে ইমরান সম্পর্কে কিছু না-জেনেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছেন, পুলিশ কর্তাদের একাংশই তা মানতে নারাজ।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মঙ্গলবার

আল কায়দা যোগ ইমরানের, তদন্তে নেমেছে বাংলাদেশ

সারদার টাকা যে জামাতের ঘরে গিয়েছে সে ব্যাপারে সংশয় নেই গোয়েন্দাদের। মৌলবাদী সংযোগের সেই সুতো কি আল কায়দা পর্যন্ত ছড়ানো? নিশ্চিত হতেই এ বার তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা। এ ব্যাপারে মূল অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের আল কায়দা যোগ রয়েছে কি না, এ বার তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে বলে সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার দাবি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবীরের কথাতেও তারই সমর্থন মিলেছে।

সোমবার, কলকাতায় 'কমিটি ফর আপহোল্ডিং সেকুলারিজম' নামে মানবাধিকার সংগঠনের সভায় তিনি বলেন, ''ইমরান যে সিমি-র সংগঠক ছিল এ তথ্য নতুন নয়। আর সিমি যে আল কায়দার একটি শাখা সংগঠন, গোয়েন্দারা তাও জানতে পেরেছেন। সেই সূত্রেই তৃণমূল সাংসদের আল

কায়দা যোগের হদিস করছেন বাংলাদেশের গোয়েন্দারা।'' কিন্তু ওই সাংসদ জঙ্গি যোগসাজশের প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়েছেন? শাহরিয়ার বলেন, ''এই ধরনের কোনও সংগঠনে এক বার যোগ দিলে তা আর ছাড়া যায় না। এই সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করলেও তারা অন্য নাম নিয়ে গজিয়ে ওঠে।'' এ ব্যাপারে, তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে তাঁর আবেদন, ''ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে তৃণমূলের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই তৃণমূলের মৌলবাদী এবং জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সংস্রব রাখা লোকের (ইমরান) সঙ্গ এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।'' এ ব্যাপারে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউই কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

The New Indian Express By Arup Chanda: 22nd September 2014
Mystery Surrounds Pakistan Citizen's TMC MP Post

KOLKATA: A Pakistani citizen is now a TMC member in the Rajya Sabha, courtesy West Bengal Chief Minister and TMC chief Mamata Banerjee. Ahmed Hassan, aka Imran, is in fact a Pakistani citizen, since he entered India from East Pakistan in 1970-71, before the birth of Bangladesh.

In his affidavit before the Election Commission, he stated he passed Higher Secondary examinations in 1972 and is of 60 years old. However, he did not mention his citizenship, place and date of birth. Hassan, according to the intelligence agencies in both India and Bangladesh, was born in a village in Srihatta, Sylhet, in East Pakistan, and entered the country through its border with Assam, much before the birth of Bangladesh. Hassan first stayed in Dhubri in Assam, which has a strong Muslim population, but later shifted to Banarhat in Jalpaiguri district in North Bengal. His father, a "Razakar", was responsible for killing a large number of Bengali intellectuals, while aiding the Pakistan Army during the Liberation War, intelligence reports mention.

A Special Branch report of Assam Police states, "Hassan infiltrated Assam long before the birth of Bangladesh and as such, is an East Pakistani. His father too infiltrated, but took up a job in a tea garden in West Bengal, where he was killed by freedom fighters from Bangladesh who came across the border. His visits to Assam from West Bengal were monitored and he was found to be closely linked with several organisations close to the Pakistan's ISI."

"He had visited the camps that were being run at Moulavi Bazar in Sylhet, in the 80s, by an ISI Major. He maintained a façade while in Assam, saying he was a Leftist, since he was settled in CPM-ruled West Bengal. But, his agenda in Assam was clear cut and to some extent, he did succeed in consolidating anti-India forces here," it stated.

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি প্রচার আন্দোলন

- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* মানুষকে জানাবে যে ১৯৪৭ সালে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল অমুসলমান প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য হিসাবে। আগামী কয়েক দশকে জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তনে অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকবে না মনে করা হচ্ছে। এর জন্য এখনই সবাইকে ভাবতে হবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* উদ্বাস্তু আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের একটি সামাজিক বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অন্চলে তা নিয়ে প্রচার চালাবে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* সমস্ত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবীতে প্রচার করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* একটি বিশেষ জনগণনার দাবী করবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে বিতাড়নের কাজ শুরু করা যায়।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* মনে করে ১৯৫০ সালের পর আসা নেপালিদের জনগণনা করে গোর্খাল্যান্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য প্রচার করবে। মাদ্রাসা বোর্ড অবলুপ্ত করা, পশ্চিমবঙ্গে আলিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার দাবী করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রচার করবে। রাজ্যে শিল্পের প্রসার, জমির জন্য ন্যায্য দাম প্রদান, উন্নত কৃষির প্রসার, উন্নত পরিবেশের জন্য প্রচার করবে।
- পশ্চিমবঙ্গের জন্য সমাজের দরিদ্র অংশ বিশেষতঃ দরিদ্র তফসিলি জাতি, উপজাতি, ধর্মীয় ও ভাষভিত্তিক সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকারের প্রচেষ্টা করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* রাজ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা হিংসাত্মক ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে দ্রুততার সঙ্গে প্রচার চালাবে। পশ্চিমবঙ্গে সেই ধরণের ধর্মীয় উন্মাদনা ও হিংসার ঘটনা প্রায়শই ঘটতে শুরু করেছে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনবার জন্য দাবী করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য : Reclaimimg West Bengal

যোগাযোগঃ ৭২৭৮৫৩৫১৪৩